সংবাদ

তারিখ 16 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা : বর্তমানে আমরা কোথায় আছি?

মো. সাইফুল ইসলাম

শিশু হলো রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত গুণাবলি ও দক্ষতা এবং বৃদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন ঘটে। শিশু পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেলে দেশের দক্ষ মানবসম্পদ ও সুস্থ, সবল, ন্যায়পরায়ণ একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। একজন দায়িত্ববান নাগরিকের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, জাতীয়তাবোধ, বন্ধুত্বসুলভ আচরণ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশাত্মবোধ, মানুষের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব ও বিশ্বশান্তির চেতনায় আগ্রহী। আজকের শিশু হবে ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার কর্ণধার। সব শিশু যাতে দেশের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে তা সবার প্রত্যাশা। বর্তমানে আমাদের সমাজের একটি বৃহৎ অংশ ভাগ্যহত সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পরিবারের শিশু জীবনধারণের জন্য মৌলিক চাহিদা শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, আবাসনস্থানসহ সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব শিশু দক্ষ মানবসম্পদ হতে পারছে না। সমাজে এদের পরিচয় স্কুল বহির্ভূত শিশু, ঝরেপড়া শিশু, টোকাই, পথ শিশু বা ছিন্নমূল শিশু হিসেবে। এসব ভাগ্যহত শিশু তাদের জীবনের স্বপ্নগুলো অংকুরে হারিয়ে ফেলছে। ক্ষুধার তাড়নায় নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। আবার অনেক সময় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পূর্ণবিকাশের অধিকার আছে।

ছিন্নমূল শিশুর ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি তথ্য অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমোনপযোগী ৬ থেকে ১২ বছরে ২৬ লাখ শিশু এখনও স্কুল বহির্ভূত। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী করার আগেই ঝরে পড়ছে ৪৭ শতাংশ শিশু। এদের অধিকাংশ সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পরিবারের শিশু। ২০০৪ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীন 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের যৌক্তিকতায় উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ লাখ বিদ্যালয় বয়সী শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। ২০০৪ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬০টি উপজেলার ৭ থেকে ১৪ বছর স্কুলে ভর্তি না হওয়া এবং ঝরেপড়া ২ লাখ দরিদ্র পরিবারে শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার জন্য আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাকি ৩০ লাখ দুস্থ সুযোগবঞ্চিত শিশু ভবিষ্যৎ কী হবে তা ভাবনার বিষয়। এপ্রোপিয়েট রিসোর্স ফর ইমপ্রুভিং স্ট্রিট চিলড্রেনস এনভায়রনমেন্ট-২০০৫ সালের এক জরিপ রিপোর্টের উল্লেখ্য করা হয়েছে ৬টি বিভাগ শহর ও ৫টি বড় শহরসহ বাংলাদেশের ১০৫টি শহরে পথশিশুর সংখ্যা ৬,৭৪,১৭৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা শহরে ২,৪৯,২০০ জন, চট্টগ্রামে শহরে ৫৫,৮৫৬ জন, রাজশাহী শহরে ২০,৪২৬ জন, খুলনা শহরে ৪১,৪৭৪ জন, বরিশাল শহরে ৯,৭৭১ জন, সিলেটে শহরে ১৩,১৬৫ জন। আর ৫টি বড় জেলা শহরের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে ৮৪০২ জন, ময়মনসিংহে ৬,৭১৫ জন, কুমিল্লা শহরে ৫০৪৪ জন, রংপুর শহরে ১১,৪৯০ জন, যশোর শহরে ৮,২৭০ জন ভাগ্যবিড়ম্বিত পথ শিশুরা বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত। এসব শিশুর নেই নির্দিষ্ট বাসস্থান, নেই কোন ধরনের শিক্ষা, বঞ্চিত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা থেকে। দৈনিক ইত্তেফাক ৪ অক্টোবর ২০০৭ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, সারাদেশে ৩১ লাখ ৭৯ হাজার শিশুশ্রমিক রয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ১৩ লাখ শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের ৩২নং ধারায় দেশের সব মানুষের জীবন নিরাপত্তার অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ১,৬৪,৬৬০৪২ ছিন্নমূল শিশু রয়েছে তারা শিক্ষাসহ খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান সুযোগ থেকে বঞ্চিত (চাই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের আলোকে প্রান্তজনের বাজেট- ২০০৫)।

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজন শিক্ষা

আমাদের সমাজে সুবিধাবঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক পরিবারের পিতা-মাতারা বেশি সন্তান নিয়ে থাকেন। সন্তানকে মানুষ করতে হবে, স্কুলে পাঠাতে হবে, খাবার দিতে হবে এসব বিষয় ভাবনার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে তাদের শিশু শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব শিশু প্রতিনিয়ত পরিবার ও সমাজ থেকে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তারা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অধিকাংশ শিক্ষা বঞ্চিত শিশু শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কম-বেশি ধারণা আছে, লেখাপড়া করলে ভাল চাকরি পাওয়া যায়, ভালভাবে জীবনযাপন করা যায়, পরিবারের অভাব থাকে না, ভাল মানুষ হওয়া যায়, পরিবারের সবাইকে নিয়ে দু'বেলা পেটভরে ভাত খাওয়া যায় এসব তারা বোঝে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্য এসব পরিবারের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংসারের বাড়তি আয়ের জন্য বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জড়িয়ে পড়তে হয়। যদি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা না যায় তা হলে দরিদ্রতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ শিক্ষা না থাকা আবার শিক্ষা না থাকার কারণ হলো দরিদ্রতা। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসতে হলে শিক্ষা অত্যাবশ্যক। আর্থসামাজিক দিক দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের এক দিকে শিক্ষার সুযোগ এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যায় তা হলে দেশে উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে তা না হলে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে। সাধারণত সচেতন নাগরিক সমাজ ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে পরিকল্পিতভাবে সন্তান নিয়ে থাকেন। এসব পরিবারের শিশুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমছে। অন্যদিকে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য ভাগ্যহত শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তা-না হলে এক সময় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং চরম দারিদ্র্য বিমোচনে তা একটি বিশ্বজনীন কৌশল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সহস্রাব্দের ঘোষণায় সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে। সব শিশু শোভন জীবিকার অর্জন ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার প্রয়োজনে সুশিক্ষা লাভ করবে। এসব ছিন্নমূল, নিরন্ন, শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন না করলে এমডিজি পূরণের অঙ্গীকারের কোন সার্থকতা থাকবে না।

সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। শিক্ষা অধিকার সম্পর্কে ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬ অনুচ্ছেদে প্রথম শর্তে বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সবার জন্য একই পদ্ধতিতে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সব শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য।

শিশু অধিকার সনদ

অনুচ্ছেদ- ২৮. ১. ক . সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সহজলভ্য করতে হবে। খ. সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহ দিতে হবে, প্রতিশিশুর জন্য এরূপ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সব শিশু যেন এ সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য বিনা খরচে শিক্ষালাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। গ. যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাতে সবাই পায় সেজন্য যথাযথ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘ. শিক্ষা বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা সব শিশুর জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য ও পর্যন্ত হতে হবে। ঙ. বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি উৎসাহিত করা এবং স্কুলে ত্যাগের হার কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২৯, ১. ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ। খ. মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং জাতিসংঘ

প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বাস উ
নিহত এবং কমপক্ষে ২০
হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর
কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কে দৌলত
আল্লারদর্গা বাজারে এ দুর্ঘটনা
জানায়, প্রাগপুর থেকে ছেড়ে
পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী ব
নিয়ন্ত্রন হারিয়ে উল্টে গেলে
ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা নিহ
ভেড়ামারা উপজেলার দ
আলাল(২৫) ও দৌলতপুর
কোলদিয়াড় গ্রামের জেকের
দুর্ঘটনায় আহতদের কুষ্টিয়
হাসপাতাল ও উপজেলা স্বা
ভর্তি করা হয়েছে। এদের
৩জনের অবস্থা আশংকাজনক
নিহতের সংখ্যা আরো বাড়বে
পুলিশ জানায়। বাস যাত্রী
করেন বেপরোয়াভাবে চালানে
দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ফুলবাড়ীতে ছাত্রী ধ

বখাটে যুবক নূর
পুলিশে দিয়েছে

প্রতিনিধি, ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম

ফুলবাড়ীতে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক
ছুটার সময় বৃহস্পতিবার স
জনতা নূরুন্নবী (১৮) নামে
যুবককে আটক করে পুলিশে
ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে
জানা যায়, চন্দ্রখানা গ্রামের
বখাটে পুত্র নূরুন্নবী ভয়ঙ
মেয়েটিকে উপজেলা পরিষদ
পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে যায়। সেখ
ধর্ষণের চেষ্টা করার সময়
আশপাশের লোকজন এসে নূরু
করে মেয়েটিকে উদ্ধার ক
মোখলেছুর রহমানের কাছে
নূরুন্নবীকে পুলিশে সোপর্দ করা

নারায়ণগঞ্জ কা
হাজতির মৃ

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে
নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়ে
রাতে এ ঘটনা ঘটে
আড়াইহাজারের চাকন্দাকর গ্রা
আসামি। স্ত্রীকে টুকরো টুকরো
১৩ দিনের মাথায় হার্টআটাকে
মৃত্যু হয়। আয়নাল আড়াইহাজা
গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে।
তার বড় ভাই এনামুল কা
রয়েছে। আয়নাল ডেসার কর্মচ